IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
HIGH COURT DIVISION
(SPECIAL ORIGINAL JURISDICTION)

Present:
Justice Sheikh Abdul Awal
And
Justice S.M. Iftekhar Uddin Mahamud

Writ Petition No. 13902 of 2019

In the matter of:

An application under Article 102 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh.

And

In the Matter of:
Md. Yeaj Uddin

……..... Petitioner.

-Versus-

The Government of Bangladesh represented by the Secretary, Ministry of Liberation War Affairs and others.

………....Respondents.

Mr. Md. Siddiqur Rahman, Advocate

…….. For the Petitioner

Mr. Md. Mohsin Kabir, D.A.G with
Mr. A.K.M. Rezaul Karim Khandker, D.A.G
Ms. Shahin Sultana, A.A.G with
Mr. Md. Manowarul Islam Uzzal, A.A.G with
Mr. Md. Mokhlesur Rahman, A.A.G

… For the Government-Respondents.

Heard and Judgment on 16.11.2025

Sheikh Abdul Awal, J:

On an application under Article 102 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh, this Rule Nisi was issued calling upon the respondents to show cause as to why the respondents should not be directed to take necessary steps for

immediate action for enlisting the petitioners name in the list of Freedom Fighter and for making payment of honorarium of Freedom Fighter with all allowance and with arrears sums from beginning period of the honorarium to the petitioner as freedom fighters and/or such other or further order or orders passed as to this Court may seem fit and proper.

The brief fact relevant for disposal of this Rule is that on an application the petitioner, বীর মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই উপজেলা কমিটি took investigation and accordingly they submitted a report on 25.05.2006 under the signature of Mohammad Kamruzzaman, President, Bir Muktijoddha Jacai Bachai Upazilla Committee and U.N.O (Additional Charge) stating that- "উক্ত আবেদন পত্রটির সাথে সংযুক্ত সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা ও উপস্থিত সদস্যদেও সনাত্তকরনের প্রেক্ষিতে জানা যায়, আবেদনটি ইতোপূর্বে উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই কমিটি কর্তৃক যাচাই বাছাই এর পর বাতিল করা হয়েছে। অতঃপর আলোচনান্তে আবেদনকারীর নাম মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করার সুযোগ নেই বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।" Thereafter the petitioner again filed an application to the Hon'ble Minister, Ministry of Liberation War Affairs under the caption- "মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় নাম অন্তর্ভূক্ত করার জন্য আবেদনপত্র।" which was disposed of by the authority in the following language- "মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় অন্তর্ভুক্তি on Line এ আবেদন না করে থাকলে কিছুই করনীয় নেই।" Again the petitioner on 15.03.2019 filed an application under the caption "মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় নাম অন্তর্ভূক্ত করার জন্য আবেদনপত্র।" to the Hon'ble Minister stating that- "বিনীত নিবেদন এই যে, আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এই মর্মে আপনার সমীপে আরজি পেশ করিতেছি যে, আমি একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা ১১৭১ ইং সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহন করি এবং বাংলাদেশ সরকারের দেওয়া সনদপত্র পাই। কিন্তু যুদ্ধের পরবর্তীতে আমি দীর্ঘদিন এলাকায় ছিলামনা বিধায় পূর্ববর্তী মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় আমার নাম অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিনাই। গত ২০০৪ ইং সালে জানতে পারলাম প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা হচ্ছে। সেহেতু আমি যাচাই বাছাই ফরম পূরন করিয়া মুক্তি যোদ্ধার প্রমানাদি হিসাবে আমার কমান্ডারের প্রত্যয়ন পত্র ও বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধি নায়ক মোহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানির দেওয়া স্বাধীনতা সংগ্রানের সনদপত্র এবং জেলা প্রশাসক মহদয়ের কার্যালয় হইতে অস্ত্র জমা দেওয়ার ট্রেজারী

তালিকার প্রত্যায়ন পত্রের ফটোকপি সহ উপজেলা যাচাই বাছাই কমিটির নিকট দাখিল করি। ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ ইং তারিখে কমিটি আমার সাক্ষাতকার নিয়া প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় আমার নাম অন্তর্ভুক্ত করার আদেশ দেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কনিটির দূর্নীতিবাজ লোককে টাকা না দেওয়ায় মন্ত্রনালয়ে পাঠানো যাচাই বাছাই প্রতিবেদনে আমার নাম অন্তর্ভুক্ত করেনাই।

অতপর ২০০৯ইং সালে মুক্তিযোদ্ধার স্বপক্ষের সরকার ক্ষমতায় আসিয়া বাদপরা মুক্তিযোদ্ধাদের On Line এ আবেদন করার আদেশ দেন। আমি ০২-০৩-২০১৪ইং তারিখে On Line এ আবেদন করি। যাহার ডিজি নং DG 1130382। আবেদন করার দীর্ঘ ৪ বছর পর সরকার কমিটিকে ২১ শে জানুয়ারী ২০১৭ইং সালে যাচাই বাছাই করার নির্দেশ দেন। ১ বছর পরও কমিটি যাচাই বাছাই প্রতিবেদন মন্ত্রনালয়ে পাঠায়নি। গত ১১-০৩-২০১৮ইং তারিখে সরকার উক্ত যাচাই বাছাই কার্যক্রম স্থগিত করে দেন।

অতএব, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট প্রার্থনা এই যে, প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় আমার নাম অন্তর্ভুক্ত করিতে মহোদয়ের আজ্ঞা হয়।”. The Hon’ble Minister on 18.03.2019 disposed of the application stating “দুঃখিত”।

Finding no other alternative the petitioner moved before this Court and obtained the present Rule.

Mr. Md. Siddiqur Rahman, the learned Advocate appearing for the petitioner submits that the petitioner is an actual freedom fighter who fought for this country during the liberation war although he has been knocking door to door for state honorarium as well as enlisting him name in the civil gazette as freedom fighter without any success. The learned Advocate further referring “Annexure-B” of the Writ Petition submits that due to his contribution in the liberation war the petitioner got a certificate namely, “স্বাধীনতা সংগ্রামের সনদপত্র” issued by Muhammad Ataul Gani Osmani, Commander, Bangladesh Arms Forces.

Mr. Mohammad Mohsin Kabir, the learned Deputy Attorney General, on the other hand, opposes the Rule. He submits that there is nothing on record to suggest that the petitioner was enlisted as freedom fighter although the petitioner in his application wrongly stated that he was enlisted as freedom fighter although his

applications were rejected time to time by the authorities and at this belated stage there is no legal scope to enlist his name as freedom fighter without having any valid document.

Having heard the learned Advocate for the petitioner and the learned Deputy Attorney General and having gone through the writ petition, its annexures and other documents as filed thereto.

On going through the applications together with the order of the Ministry of Liberation War Affairs as stated above at this belated stage, we find no valid ground in this Rule. Besides, in the facts and circumstance of the case the petitioner ought to have appeal before the Ministry of Liberation War Affairs in time. Therefore, we find no merit in the Rule.

On a query from the Court, the learned Advocate for the petitioner could not show any scarp of paper that the petitioner's name was published in any civil gazette.

In view of our discussions made in the foregoing paragraphs and law bearing on the subject it is by now clear that the instant Rule must fail.

In the result, the Rule is discharged. In the facts and circumstances of the case there will be no order as to costs.

Communicate this order.

S.M. Iftekhar Uddin Mahamud, J:

I agree.